Subject : Bengali
M.Phil 2nd Semester
Paper : I (Sahityer Itihas)
Paper No. : BNG 211
Unit : IV (Bangla Katha Sahityer Itihas)
Topic : Jagadish Gupter Chotogalpa

জগদীশ গুপ্তের 'আঠারো কলার একটি': সম্পর্কের রাজনীতি, সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা

মহর্ষি সরকার
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছোটোগল্প সৃষ্টি সম্পর্কে জগদীশ গুপ্তর (১৮৮৬-১৯৫৭) একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা ছিল। তাঁর ছোটোগল্পে সচেতন ক্রিয়াপদ্ধতি প্রকাশের প্রতীক চিহ্নগুলির ব্যাখ্যার দ্বারা অবচেতন জগতের রহস্য যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে তেমনি আপাত সরল জীবনযাত্রার অন্তরালে যে অন্য আর এক জটিল সত্য থাকে- অধিকাংশ সময়েই যা অন্ধকার, সেই জগতটাকেও বেশি করে তুলে ধরা হয়েছে। সেইজন্য মূলত তাঁর গল্পে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। তবে তাঁর অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে ছিল মোটামুটিভাবে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, তাই মূলত এইসব মানুষই ছিল তাঁর ছোটোগল্পের প্রধান অবলম্বন, যদিও নিম্নবিত্ত বা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষকে নিয়েও তিনি গল্প লিখেছেন। যৌন সম্পর্ক তাঁর গল্পের অন্যতম বিষয় হলেও তাকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করে পাঠকের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।[১] যৌন প্রবৃত্তি একটি তীব্রতম শক্তি, মানুষের জীবনে এই প্রবৃত্তি বহুবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে থাকে- এই বিষয়টিকেই তিনি গল্পের মধ্যে দেখার চেষ্টা করেছেন।

জগদীশ গুপ্তের লেখা ছোটোগল্পের সংখ্যা প্রায় একশো পঁচিশ। ছোটোগল্পের যেসব সংকলন এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হলেও সন্ধান পাওয়া যায় কেবলমাত্র নটির। সেগুলি হল যথাক্রমে- *বিনোদিনী* (১৯২৭), *রূপের বাহিরে* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬), *শ্রীমতী* (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ), *উদয়লেখা* (১৯৩২), *উপায়ন* (১৯৩৪), *শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী* (বৈশাখ, ১৩৪২), *মেঘাবৃত অশনি* (পৌষ, ১৩৫৪), *জগদীশচন্দ্র গুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প* (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), এবং *পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক*। এগুলি ছাড়াও বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে উপন্যাস ছাড়াও চারটি গল্প আছে, *কলঙ্কিত তীর্থ* উপন্যাসটির সঙ্গে আছে আর একটি গল্প। এছাড়াও আরও কতগুলি গল্পগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায়নি, যেমন- *অঞ্জন শলাকা, তৃষিত সৃক্কনী* এবং *ভৃঙ্গার*।[২]

দুই.

মনস্তত্ত্বই জগদীশ গুপ্তের গল্পের মূল উপজীব্য। তবে তাঁর গল্পে পুরুষ মনের গোপন অভিসন্ধিই কেবল ভাষা পেয়েছে এমনটি বলা যাবে না, নারী মনস্তত্ত্ব এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের রাজনীতি, সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা নিয়েও তিনি অনেক গল্প লিখেছেন। আর এই বিষয়গুলিকে দেখার জন্যই তাঁর 'আঠারো কলার একটি' গল্পটি নিয়ে আমাদের এই প্রস্তাবনা।

'আঠারো কলার একটি' গল্পটিকে আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ বলে মনে হলেও বিষয়গত দিক থেকে তা মোটেও সাধারণ নয়। বরং গল্পের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ আমাদের মনকে নাড়িয়ে দেয়। দাম্পত্য জীবনের অবসাদ, একঘেঁয়েমি, ক্লান্তি থেকে মুক্তির ইচ্ছা- এই গল্পের মূল বিষয়। আর এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই নারী-পুরুষের সম্পর্কের রাজনীতি, সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা ভাষা পেয়েছে। বেরিয়ে এসেছে নারী মনের বিচিত্র গতিবিধি।

অতি সাধারণ ঘরের রূপ-গুণ সম্পন্ন ছাব্বিশ বছরের যুবক বেণুকর মণ্ডল চার বছর আগে বিয়ে করেছে জানকীকে। তখন জানকীর বয়স ছিল পনের, এখন উনিশ। এই চার বছরের বিবাহিত জীবনেই বেণুকরের মধ্যে দেখা দিয়েছে একঘেঁয়েমি। লেখকের ভাষায়-

> সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, বেণুকরের সম্ভোগের ধারণায় একটা পরিচ্ছন্নতা আর আকাঙ্ক্ষায় একটা স্থৈর্য এসেছে।[৩]

আসলে কিন্তু বেণুকরের মনে একটা ক্ষোভ আছে। কারণ-

> তারা চার বছর হ'লো বিবাহিত হয়েছে এবং অল্পায়ু মানুষের পক্ষে চারটি বছর খুবই দীর্ঘ সময়। সুতরাং খুবই দীর্ঘ চারটি বছরের অবিরাম সাহচর্যবশত স্ত্রীর ভঙ্গি আর গঠন যদি চোখের সামনে পুরনো হ'য়ে উঠতে থাকে তবে উপায় কী! প্রতিরোধ করবার উপায় মানুষ খোঁজে, কিন্তু পায় না। এই নিরুপায় অবস্থাটা বড়োই লোভের সৃষ্টি করে-বেণুকরের তাই করেছে।[৪]

বেণুকর তাই জানকীর কাছে পেতে চাই নতুন কিছু-

> যার নাম দেওয়া যায় লীলাময়িত্ব, আর যা তাকে নিত্যই নতুন ক'রে তুলবে এবং বেণুকরের লুব্ধতা আর প্রীতি আর আকর্ষণ এবং তারপরে তৃপ্তির আর অন্ত থাকবে না।[৫]

বেণুকরের এই প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে আমরা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বকে খুঁজে পাই। তাঁর এই তৃপ্তিসাধন আসলে 'অদস্'-এরই নামান্তর। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব অনুসারে-

> অদস্ হচ্ছে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির আধার।...অদস্ চালিত হয় সুখ-সূত্র বা Pleasure-principle-এর দ্বারা। অর্থাৎ প্রবৃত্তিগুলির একমাত্র লক্ষ্য হল তাৎক্ষণিক বিচার-বিবেচনা বিহীন তৃপ্তিসাধন।...অদসে কাল বা time-এর কোন ধারণা নেই।...এককথায় বলতে গেলে অদস্ হল আমাদের মনের প্রবৃত্তিতাড়িত অংশ যেখানে পরস্পরবিরোধী কামনা-বাসনা যেন অনন্তকাল ধরে বিচারবোধহীনভাবে কেবল তৃপ্তি সাধনের লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হবার সুযোগ খুঁজছে।[৬]

গল্পে জানকীর কাছে বেণুকরের নতুন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ আসলে তাৎক্ষণিক বিচার-বিবেচনাবিহীন তৃপ্তিসাধনের লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হওয়ার কথায় মনে করিয়ে দেয়। তাই বিবাহের চার বছর পরেও বেণুকরের মনে সেই অবদমিত ইচ্ছা পুনরায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বেণুকরের এই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তাঁর আফসোস-

> তৃষ্ণা যেন নিঃশেষ হ'য়ে মিটছে না- কে যেন দ্রাক্ষারসে জল ঢেলে দিইয়েছে।...তার পূর্বোক্ত ক্ষোভটা অকস্মাৎ পূর্ণবেগে জেগে উঠল।[৭]

আসলে কর্মক্লান্ত চাষি বেণুকর যখন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে, তখন তার স্ত্রী জানকী মনোরঞ্জনের কোনও চেষ্টা করে না, কোনও ছলাকলা জানে না- সবই যেন অভ্যাসের ঘানিতে বাঁধা। তাই বেণুকর বলেও ফেলে একদিন-'মেয়েমানুষের আঠারো কলা-সত্যি নাকি?'[৮] জানকী জানায়- 'সত্যি নয়। কলা আঠারো তো নয়ই, তার ঢের বেশি-কেউ বলে ছত্রিশ, কেউ বলে চুয়ান্ন।'[৯] বেণুকরের কৌতূহলী প্রশ্ন- 'এতো? কিন্তু তোর তো তার একটাও দেখিনে।'[১০] জানকী বলে- 'দেখাইনে তাই দেখো না।...চাষার ঘরে কলা! আচ্ছা দেখাব।'[১১] আর একটির পরিচয় দিতে গিয়েই বেরিয়ে পড়েছে নারী মনের বিচিত্র গতিবিধি। সুতরাং জানা গেল, জানকী মেয়েদের আঠারো কলা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু কখনোই তা প্রকাশ পায়নি।

গল্পের এই পর্যন্ত আসার পর যদি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে কতগুলি বিষয় আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গল্পটিতে মানব মনের জটিল গতিবিধিকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। আপাত সুখী দম্পতির গভীর মনের বিচিত্র রহস্যকেও অনুসন্ধান করা হয়েছে। গল্পের এই অংশটুকুর মধ্যে কতগুলি দিক লক্ষ্য করার মতো—

এক. দাম্পত্য জীবনের একঘেঁয়েমি চাষি বেণুকর মণ্ডলকে যখন সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে, তখনই তা থেকে সে মুক্তি পেতে চেয়েছে। সুতরাং বাইরে থেকে তাদের চার বছরের বিবাহিত জীবনকে সুন্দর বলে মনে হলেও তা যে ক্লান্তির নামান্তর সেকথা বেণুকরের মন্তব্যে সহজেই অনুমেয়। পাশাপাশি আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, দাম্পত্য জীবনের অবসাদ থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা যে কেবলমাত্র নাগরিক জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ এমনটি নয়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এই পরিস্থিতি বহুমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।

দুই. দাম্পত্য জীবনের অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে বেণুকর যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তা আসলে তার মনের সুপ্ত বাসনারই বহিঃপ্রকাশ। তাই মনের ভিতরে সে জানকীকে নতুনভাবে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। নারী-পুরুষের এই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা পাই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ছোঁয়া। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব অনুসারে-

> প্রাক্-চেতন মনের (Pre-Conscious) গভীরে আরও একটি মন আছে, যে মনে প্রবৃত্তির ইচ্ছার বাস, ভালোবাসা-সৃষ্টি-নির্মাণ, ঘৃণা-ধ্বংস-যুদ্ধের ইচ্ছার সহবাস।...এই গভীর গহন অবচেতন মনেই অবদমিত ইচ্ছাদের বাস।[১২]

তাই 'স্ত্রী জানকীর কাছ থেকে মানসিক একটা সৃজনলীলা –রূপের পর রূপের আবর্তন আর রসের অন্তে রসের উদ্ভব দেখাবার জন্য লাঙল আর বলদের মালিক চাষী গৃহস্থ বেণুকর মোড়লের লালায়িত'[১৩] হয়ে ওঠাও আসলে সেই অবদমিত ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। আর এই অবদমিত ইচ্ছায় বেণুকরের অদস্ মনকে আক্রান্ত করে চলেছে। ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব অনুসারে-

> অদসের শক্তি আসল প্রাণীজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। এই উদ্দেশ্যটি হল প্রাণীর সহজাত চাহিদার তৃপ্তি।[১৪]

গল্পে বেণুকরের মধ্যেও সেই সহজাত চাহিদাকে তৃপ্তি করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতে দেখি, যার কোন বাস্তব বোধ নেই।

তিন. আপাত সুখী দাম্পত্য জীবনের প্রতি বেণুকরের যে ক্ষোভ আছে তা গল্পকার সুন্দরভাবে এই গল্পে দেখিয়েছেন। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপুর্ণ। গল্পকারের ভাষায়-

> পনেরো বছরের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হ'য়ে উনিশ বছরে উপনীত হ'তে যে-সময়টা কেটেছে তা আয়ুকে ক্ষয় করেছে, কিছু দান করেছে, কিছু অপহরণ করেছে-বেণুকর তা গ্রাহ্য করে না; কিন্তু মদিরায় অজানা জিনিশের ভেজাল মিশিয়ে তাকে হীনবল ক'রে দিয়েছে এইটাই বড়ো সাংঘাতিক-বেণুকরের মনে ওতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।...তার ওপর, এই চার বছর ধ'রে যে যৌবনোদ্দামতাকে একমাত্র জানকীরই নিজস্ব শক্তি, অর্থাৎ টেনে রাখবার কলাময় রজ্জু ব'লে বেণুকরের মনে হ'তো, তা যেন এখন আর হয় না। বেণুকরের মনে ক্ষোভ আছে বলা হয়েছে, সেই ক্ষোভের উৎপত্তি ঐখানে।[১৫]

বেণুকর আসলে চাই জানকীর রূপের আবর্তন, রসের আবর্তন যা তাকে তৃপ্তি দেবে; তার জোলো, পানসে দাম্পত্য সম্পর্ককে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে।

চার. গল্পে জানকীর রূপ যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি গুণেরও প্রশংসা করা হয়েছে। সুখী দাম্পত্য জীবনের এ এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে বেণুকরের চোখে তার 'লীলাময়িত্ব' না থাকার বিষয়টিও গল্পকারের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তাই গল্পকার বলেছেন-

> জানকী রাঁধে যেমন সুন্দর, গোছালও তেমনি, আর দ্রুত কাজ সারতেও তেমনি পটু। সে জানে সবই-সূচ হাঁটিয়ে ছেঁড়া কাপড় সূক্ষ্মভাবে রিপু করতে যেমন জানে, তেমনি জানে ঢেঁকি পাড়িয়ে চাল, চিঁড়ে প্রস্তুত করতে; কিন্তু জানে না যে, বস্তু হিশেবে তার স্বকীয়তা এবং দর একটু ক'মে এসেছে-
>
> আজ হঠাৎ তা জানা গেল।[১৬]

দাম্পত্যের প্রতি বিষাদ, সম্পর্কের প্রতি অবসাদ, আকর্ষণহীনতা বেণুকরকে শেষ পযন্ত তাঁর জীবনের এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যে তা থেকে যেন তেন প্রকারে মুক্তি পেতে সে উদগ্রীব

হয়ে ওঠে। বেণুকর চাষি হলেও সে আসলে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে যৌন প্যাশন পেতে চাই। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। মনের গোপন কথা রয়ে যায় গোপনেই।

পাঁচ. নারী মনের জটিল-কুটিল দ্বন্দ্বও প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পে। তাই দেখা যায়- বেণুকর যখন মেয়েদের কলা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তখন মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে জানকী কৌতূহলী প্রশ্ন করেছে- 'কার ঢঙ দেখে ভালো লেগেছে? না কেউ সুর ধরিয়ে দিয়েছে?'[১৭] জানকীর এই মন্তব্যই প্রমাণ করে দেয় নারী মনের কুটীল স্বার্থপরতার কথা।

ছয়. বেণুকর একজন চাষি। কিন্তু তারও যে জীবনকে নতুনভাবে উপভোগ করার ইচ্ছা থাকতে পারে তা জানকীর কাছে নিতান্ত হাস্যকর। তাই সে জানিয়েছে- 'চাষার ঘরে কলা! আচ্ছা দেখাব।'[১৮] আর একটির পরিচয় দিতে গিয়েই বেরিয়ে পড়েছে নারী-পুরুষের বিচিত্র সম্পর্ক।

সাত. পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক নিয়ে যে দাম্পত্য তার মধ্যে প্রেম কম থাকলে তা যেমন দুজনেই বাইরে থেকে খুঁজে নেয়, তেমনি যৌনতা কম থাকলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। সম্পর্কের এই জটিলতাকে জগদীশ গুপ্ত তাঁর আখ্যান বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন। বেণুকরের আঠারো কলা দেখতে চাওয়ার মধ্যেও আসলে সম্পর্কের এই জটিলতার কথায় প্রকাশ পাই।

তিন.

গল্পের পরবর্তীতে জানকী যা কলা দেখায় তা যেমন কৌতুকের তেমনি আশ্চর্যের। বেণু যে জমিতে হালচাষ করতে যাবে তা জেনে নিয়ে পরের দিন খুব ভোরে জানকী সেই জমি খুঁড়ে একটি মাগুর মাছ রেখে আসে। বেণু চাষ করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই মাগুর মাছ পেয়ে মহানন্দে বাড়ি ফিরে আসে। স্ত্রীকে মাগুর মাছের ঝোল রান্না করতে বলে সে দ্রুত স্নান সেরে আসে। কিন্তু খেতে বসে মাগুর মাছ না পেয়ে সে স্ত্রীর ওপর চড়াও হয়। স্ত্রী তো মাগুর মাছের নাম শুনে আকাশ থেকে পড়ল- 'মাছ কোথায় পাবো যে তোমায় ঝোল রেঁধে খাওয়াব?'[১৯] জানকীর চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশীরা এসে বেণুর মাগুর মাছ পাওয়ার অস্বাভাবিক গল্প শুনে তার মতিভ্রম ঘটেছে বলে আশঙ্কা করে। কারণ মাঠের জল শুকিয়েছে কার্তিক মাসে, আর এখন বৈশাখ মাস। সুতরাং জমিতে মাগুর মাছ থাকা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।

প্রতিবেশীরা সবাই পাগল সাব্যস্ত করে চলে গেলে অপদস্থ, বিমূঢ় স্বামীর সামনে স্ত্রী জানকী মাগুর মাছের ঝোল বার করে মৃদু হেসে বলল-

> আঠারো কলা দেখতে চেয়েছিলে না! এ তারই একটি।...রাগ করে না, তোমার পায়ে ধরি। মাগুর মাছের ঝোল রেঁধেছি। এসো খেতে দি'গে।[২০]

গল্পের শেষে জানকী যা কলা দেখায়, তা দেখে বেণুকরের মনে হতে পারে যে, এর চেয়ে না দেখায় অনেক ভালো ছিল। কারণ জানকীর এত নিপুণ অভিনয় বেণুকর তার চার বছরের বিবাহিত জীবনে কখনও দেখেনি। সেই সঙ্গে বেণুকরের মেয়েদের 'কলা' দেখার সাধও পূর্ণ হয়। অর্থাৎ পরিস্থিতির সাথে মেয়েরা নিজেদের মনকে এত দ্রুত বদলে নেয় যে কোনও কিছু ভেবে ওঠার আগেই ঘটে যায় অনেক কিছু।

গল্পে 'মাগুর মাছ'কে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে গল্পকার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মাগুর মাছ আসলে পাঁকাল মাছের মতো, পাঁকে থাকে। কিন্তু পাঁক তার গায়ে লাগে না, অথচ পাঁক সম্পর্কে সে সম্পূর্ণভাবে সচেতন। ঠিক অনুরূপভাবে জানকী মেয়েদের আঠারো কলা সম্পর্কে সচেতন হয়েও বেণুকরকে কখনও দেখায়নি, বুঝতেও দেয়নি। কিন্তু যখন দেখিয়েছে তখন সেগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে।

গল্পের শেষে জানকীর আর একটি মন্তব্য আছে, যা বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পাড়া-প্রতিবেশীরা বেণুকরকে পাগল সাব্যস্ত করে চলে যাওয়ার পর জানকী যখন তার ভুল স্বীকার করে বলে- 'রাগ করে না, তোমার পায়ে ধরি'[২১] তখন স্বামীর প্রতি তার সত্যিকারের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি সত্যিই সে তার স্বামীর পা ধরে বিনীতভাবে অনুরোধ করে- 'মাগুর মাছের ঝোল রেঁধেছি। এসো খেতে দি'গে।'[২২] আর এ থেকেই তাদের মধ্যেকার দাম্পত্য সম্পর্কটিকে বুঝে নেওয়া যায়।

নারী-পুরুষের সুখী দাম্পত্য সম্পর্কের আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। চার বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে জানকী কিন্তু অষ্টপ্রহর স্বামীর সেবায় রত থেকেছে। কেবল ভাবের দিক থেকে নয়, কাজের দিক থেকেও- যা বেণুকরকে মুগ্ধ করেছে। আর জানকীর এই একনিষ্ঠতা তার স্বামী ও সংসারের প্রতি গভীর ও অকৃত্রিম ভালোবাসাকেই প্রকাশ করে।

গল্পটির মধ্যে দিয়ে জগদীশ গুপ্ত আসলে নারীর জয় ঘোষণা করেছেন। বিয়ের চার বছর পরে স্বামী বেণুকর যখন স্ত্রী জানকীর একঘেঁয়েমি আর সহ্য করতে না পেরে লালসাতৃপ্তির রসদ খুঁজতে অস্থির হয়ে উঠেছে, তখন ঘর ও বাইরে দুটোদিকেই সমানপটিয়সী জানকী ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত না হয়ে সকৌতুকে সে পরিস্থিতির রাশ নিজের হাতে নিয়ে এসেছে। নিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে সকলের সামনে বেণুকরকে অসুস্থ-বিকৃতমস্তিষ্ক প্রতিপন্ন করে জানকী। পরিণামে ক্রুদ্ধ বেণুকর হার মানতে বাধ্য হয়। আপাত নীরব প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে জানকীর এই জয় ঘোষণা আসলে নারী জাতির ক্রমপরিণতির কথায় মনে করিয়ে দেয়। নারীদের অবস্থান যে গতানুগতিকতার ধারণা থেকে আলাদা হয়ে আসছে, পুরুষের অবস্থান থেকে তা যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর- এই বিষয়টিকেই জগদীশ গুপ্ত তুলে ধরতে চেয়েছেন।

চার.

পরিশেষে বলা যায় যে, বিষয়-বৈচিত্র্য, ভাষাশৈলী, চরিত্র চিত্রণ এবং জীবনের আসল সত্যকে গল্পের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলার দিক থেকে জগদীশ গুপ্ত অসাধারণ একজন ছোটোগল্পকার। জীবনের কোনও নিটোল কাহিনি জগদীশ গুপ্ত দেখান নি, কারণ তাঁর বিশ্বাস জীবনের কোনও পরিপাটি ছক নেই। তাঁর গল্পের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ এতটাই হৃদয়গ্রাহী যা আমাদের অনুভূতিকে যথেষ্ট আলোড়িত করে দেয়। তাঁর গল্প শুধু নরনারীর জলো পানসে দাম্পত্য সম্পর্কের কথায় বলে না, তাদের জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, লোভ-ক্ষোভ, পাপ-তাপ, জটিল-কুটিল নানা ঘটনা, আদিম জৈবিক সত্তা, নিয়তির নির্মমতা ও অসহায়তা, ক্ষমতার অধিকার, মনের বিচিত্র গতিবিধি ও স্বাভাবিক প্রবণতা, নারী-পুরুষের ভিতরের আসল সম্পর্ক, নানা রকম সমস্যা ও তার গুঢ় রহস্য, সম্পর্কের রাজনীতি, সম্পর্কের বহুমাত্রিকতার কথাও বলে। 'আঠারো কলার একটি' গল্পেও এই বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে। তাই এই গল্পের চরিত্ররা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্রকট, বাস্তবমুখী ও সমাজকেকেন্দ্রিক। গ্রামে থেকেও হয়ে উঠেছে আজকের আধুনিক নরনারী।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, 'জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প: ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিতে', সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), *জগদীশ গুপ্ত: জীবন ও সাহিত্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, কলকাতা বইমেলা ২০১২, পৃষ্ঠা. ১০০

২. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, *জগদীশ গুপ্ত,* সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, প্রথম প্রকাশ-২০০০, পৃষ্ঠা. ৩৫

৩. গুপ্ত, জগদীশ, 'আঠারো কলার একটি', সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), *জগদীশ গুপ্তের গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা. ২০৪

৪. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৪

৫. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৫

৬. মিশ্র, ড. পুষ্পা ও মিত্র, ড. মাধববেন্দ্রনাথ, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা,* নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃষ্ঠা. ৪৮-৪৯

৭. গুপ্ত, জগদীশ, 'আঠারো কলার একটি', সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), *জগদীশ গুপ্তের গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা. ২০৬

৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৬

৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৬

১০. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৬

১১. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৭

১২. মণ্ডল, জগদিন্দ্র, 'ফ্রয়েড : স্বপ্ন ও প্রাসঙ্গিকচর্চা', সুবল সামন্ত (সম্পাদিত) *এবং মুশায়েরা* (সিগমুণ্ড ফ্রয়েড বিশেষ সংখ্যা, সম্পদনা- পুষ্পা মিশ্র), জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, পৃষ্ঠা. ১৯৪-৯৫

১৩. গুপ্ত, জগদীশ, 'আঠারো কলার একটি', সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), *জগদীশ গুপ্তের গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা. ২০৫

১৪. মিশ্র, ড. পুষ্পা ও মিত্র, ড. মাধববেন্দ্রনাথ, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃষ্ঠা. ৫৪

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৫

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৫

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৬

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ২০৭

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ২১০

২০. ঐ, পৃষ্ঠা. ২১২

২১. ঐ, পৃষ্ঠা. ২১২

২২. ঐ, পৃষ্ঠা. ২১২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, *সাহিত্যের রূপরীতি*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৯৫

২. চট্টোপাধ্যায়, ড. প্রবীরকুমার, *জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য: ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে*, ভাষাবন্ধনী প্রকাশনী, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৮

৩. মান্নান, সরকার আবদুল, *জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-জুন ২০০১

৪. মিশ্র, ড. অশোককুমার, *সাহিত্যের রূপরীতি কোষ*, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৮

সহায়ক পত্রিকাপঞ্জি

১. চক্রবর্তী, মানব ও দাসাধিকারী, স্বপন (সম্পাদিত), *জলার্ক* (জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা), ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম সংকলন, শ্রাবণ ১৩৮৮-চৈত্র ১৩৮৮

২. চক্রবর্তী, প্রলয় ও পালিত, কৃষ্ণেন্দু (সম্পাদিত), *নয় দরজা*, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১